প্রথম আলো

পৃষ্ঠা ৩ 27 DEC 2012

শিক্ষার্থীরা ১ জানুয়ারি বাড়ি ফিরবে নতুন বই হাতে

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিনা মূল্যের পাঠ্যবই না কেনার জন্য অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, ১ জানুয়ারি সব বিদ্যালয়ে 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস' পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। সবার জন্যই বই যাবে। সুতরাং কেউ বই কিনবেন না।

নতুন বর্ষের শুরুতেই প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যের নতুন বই তুলে দেওয়ার অগ্রগতি জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উপজেলা থেকে এখন বিদ্যালয়গুলোতে বই পৌঁছানো হচ্ছে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ১ জানুয়ারি খালি হাতে বিদ্যালয়ে যাবে এবং নতুন বই হাতে বাড়ি ফিরবে। কোথাও বই কম-বেশি হলে প্রধান শিক্ষকেরা সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানাবেন এবং তিনি বিষয়টি সমন্বয় করে ব্যবস্থা নেবেন। কারও কোনো শৈথিল্য, অসতর্কতা বা অদক্ষতাকে বরদাস্ত করা হবে না।'

বিনা মূল্যের বই পাওয়ার জন্য কোথাও টাকা না দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান. [illegible]

[illegible] নাহিদ বলেন, ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই বিতরণ করবেন এবং ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস পালন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার প্রায় তিন লাখ ৬৯ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য প্রায় ২৬ কোটি ১৮ লাখ নয় হাজার ১০৬ কপি বই দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকে ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪ কপি, ইবতেদায়িতে এক কোটি ৭২ লাখ এক হাজার ৪০ কপি, মাধ্যমিকে ১১ কোটি ৪৮ লাখ ২১ হাজার ৩৩১ কপি, মাদ্রাসায় দুই কোটি পাঁচ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪০ কপি এবং কারিগরিতে ১৩ লাখ ২৮ হাজার ৪৮১ কপি বই দেওয়া হবে।

এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ১১১টি বই নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য প্রাথমিকে মোট বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে ৫৪৮ পৃষ্ঠা কমানো হয়েছে। এ ছাড়া কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম পরীক্ষামূলক সংস্করণ হিসেবে চালু করা হচ্ছে। এখানে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে, পরবর্তী সময়ে তা সংশোধন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান উর রশীদ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন প্রমুখ।